দৈনিক বাংলা
দৈনিক বাংলা
দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ... ২৮।১।৮৮ ...
পৃষ্ঠা ... ... ৫ ... ...

২৮.১.৮৮

বই ফেরত

আশি বছর আগে এক ভদ্রমহিলা সানফ্রান্সিসকোর একটি লাইব্রেরী থেকে তিনটে বই ধার নিয়েছিলেন। ৮০ বছর পর তার নাতি বইগুলো সেদিন লাইব্রেরীতে ফেরত দিয়েছেন। এ ঘটনাটি দুটো বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক : ৮০ বছর আগে যে লাইব্রেরীটি ছিল এখনো তার অস্তিত্ব বর্তমান। দুই : ধার নেয়া বই যে ফেরত দেয়া কর্তব্য এমন কি, ৮০ বছর পরে হলেও যে তা ফেরত দেয়া উচিত, এই চেতনাবোধ। সততা ও কর্তব্যচেতনার এ এক অনুপম উদাহরণ।

এই ধরনের চিত্র আমাদের সমাজে কোথাও পাওয়া যাবে কি? ৮০ বছর আগে নিশ্চয়ই এদেশে পাঠাগার গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে দু-চারটে সরকারী কিংবা খুব বড় পাঠাগার ছাড়া অন্যগুলো কি টিকে আছে? কালের কবলে কি সেগুলো হারিয়ে যায়নি? গ্রামাঞ্চলের কথা ছেড়ে দিলাম, দেশের অধিকাংশ শহরেই ৮০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কোন পাঠাগারের অস্তিত্ব এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার অনেক পরেও এমন কি হাল আমলেও দেশে যেসব পাঠাগার গড়ে উঠেছে তারও অনেকগুলোই হারিয়ে গেছে। যেগুলো টিকে আছে সেগুলোরও জীর্ণ অবস্থা। অথচ পাঠাগার একটি সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সভ্যতার বিকাশ সাধনে অম্লান ভূমিকা রাখে। জাতিকে মহৎ ও উদার করে, চিত্তকে প্রসারিত করে। ব্যক্তি ও জাতিকে পাঠাভ্যাসে ও জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুত, একটি জাতি কতটুকু সুসভ্য সংস্কৃত তার পরিচয় মেলে তাদের পাঠাভ্যাসে এবং পাঠাগারের সংখ্যায় ও সেগুলোর ব্যবহারে। সেদিক থেকে আজ নিজেরা কি সত্যি সুসভ্য জাতি বলে দাবী করতে পারি? কটা পাঠাগার আছে এদেশে? কজন সেখানে পড়তে চায়? কজন বই ধার করে পড়তে নিয়ে যায়? নিয়ে গেলে কি সে বই ফিরে আসে? ৮০ বছর পরে বই ফিরিয়ে দেয়ার ঘটনা কি এদেশে ঘটতে পারে? কখনোই না। এ বই চলে যেতো তামাকের দোকানে। অথবা তা দিয়ে বানানো হত ঠোঙ্গা। এই যে চিত্র, এর পরিবর্তন হোক, পরিবর্তন হোক আমাদের মানসিকতার এবং অভ্যাসের। সেই সঙ্গে এদেশে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হোক পাঠাগার।